



দহে তিলকের ব্যবহার

তিলক- ভক্তগণ কর্তৃক ললাটাদি অঙ্ক-প্রত্যঙ্কে অঙ্কতি চহিনবশিষে। সম্প্রদায়ভেদে চন্দন, খড্‌মিটি জাতীয় গুঁড়া, ভস্ম প্রভৃতি দ্বিধি তিলক অঙ্কতি হয়। কবে কোথায় এর প্রথম প্রচলন হয় তা সঠিকভাবে বলা না গেলেও বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানে ললাটে হোমভস্মের টিকা ধারণ প্রথার সঙ্গে এর একটা সম্পর্ক আছে বলে মনে করা হয়। সপ্তম শতকে রচিত বাণভট্টের কাদম্বরী গ্রন্থে শিভিক্ত দৃঢ়দস্যু এবং জাবালি ঋষির বর্ণনায় ললাটে ভস্ম দ্বারা ত্রিপিণ্ডর অঙ্কনের কথা জানা যায়, যা থেকে পরবর্তীকালে শৈবদে কপালে তিনটি সমান্তরাল রাখার সমন্বয়ে তিলকচহিন অঙ্কনের প্রথা প্রচলিত হয় বলে অনেকের ধারণা। 10ম-11শ শতকে রচিত বিভিন্ন পুরাণ ও উপপুরাণ থেকে জানা যায় যে, ওই সময় থেকে শৈবাদি সম্প্রদায়ের মধ্যে তিলক ধারণ ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এ সময়ের চর্যাপদেও ‘বাণচহিন’ নামে এ তিলক ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়। গবেষকদের অনুমান, তিলক ধারণের প্রথা প্রথমে শৈবদের মধ্যে শুরু হয় এবং তদনুসরণে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও তা বিস্তার লাভ করে। তিলক ধারণের প্রথম অনুপ্রেরণা কোথা থেকে এসেছিল তা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে এটা মোটামুটি নিশ্চিত যে, শৈবাদি বিভিন্ন সম্প্রদায় যেসব ভঙ্গিতে তিলক ধারণ করে তার অনুপ্রেরণা এসেছে স্বস্ব ইষ্ট দেবদেবীর মূর্তিতে অঙ্কতি বিভিন্ন চহিন থেকে। যমেন শৈবদের ললাটে অঙ্কতি ত্রিপিণ্ডর চহিন শিবলিঙ্গ বা শিবের কপালে অঙ্কতি চহিনের অনুরূপ। আবার দক্ষিণ ভারতের বষ্টিমূর্তির ললাটে অঙ্কতি তিনটি উর্ধ্বাধ রাখার সমন্বয়ে অঙ্কতি ত্রিনামম বা শ্রীনামম নামে যে চহিন দেখা যায় তা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ব্যবহৃত তিলকচহিনের অনুরূপ। শক্তদেবীর ললাটস্থ ত্রিনয়নের নম্নে যে রক্তবর্ণ বিন্দুচহিন দেখা যায় তার অনুরণে শাক্তরা কপালে ধারণ করে

লাল বন্দিচহিন। এসব দৃষ্টান্ত থেকে বলা যায়, যে, এ তলিকচহিন অনকোংশেই সম্প্রদায়গত বশ্ৰিবাস, ভক্ৰতি, চন্নিভাবনা ও স্বাতন্ত্র্যের ওপর ভিত্তিক করে প্রবর্তিত হয্ছে।

তলিকরে ব্যবহার সকলেরে জন্য বাধ্যতামূলক নয়। সাধারণত নষ্ঠাবান হন্দিুরা নতিয, নমৈতিতকি ও কাম্য এবং পতৈর্যাদিকর্ম অনুষ্ঠানরে পূর্বে তলিকচর্চা করে থাকনে। তবে শবৈ, শাক্ত, বশৈণব, সটোর এবং গাণপত্য সম্প্রদায়রে ক্ষত্রেরে এটি একটিনিয্মিতি আচার। এদেরে মধ্যে আবার বশৈণব সম্প্রদায়রে ক্ষত্রেরে এর গুরুত্ব অধকি। স্নানরে পর বশৈণবরা বষিগুর দ্বাদশ নাম স্মরণ করে দেহরে দ্বাদশ অঙ্গে তলিক ধারণ করেন। এ দ্বাদশ অঙ্গ ও দ্বাদশ নাম হলো: ললাটে কশেব, উদরে নারায়ণ, বক্ষ্যে মাধব, কণ্ঠে গোবন্দি, দক্ষণি পার্শ্বে বষিগু, দক্ষণি বাহুতে মধুসূদন, দক্ষণি স্কন্ধে ত্রবিক্রিম, বাম পার্শ্বে বামন, বাম বাহুতে শ্রীধর, বাম স্কন্ধে হৃষীকশে, পৃষ্ঠে পদ্মনাভ এবং কটিতে দামোদর। বশৈণবদেরে মধ্যে যে বিভিন্ন উপবভাগ রয্ছে তাদেরে মধ্যে তলিকচহিনরেও রকমফরে আছে। যমেন কটে ইংরজেভিঅক্ষর, কটে ইউ-অক্ষর, কটেবা একরখে বা অধকিরখে তলিকচহিন ধারণ করে। এছাড়া অন্যান্য অঙ্গে তারা বষিগুর শঙ্খ, চক্র, গদা ইত্যাদরি চহিনও ধারণ করে।

শবৈরা ললাটে যে তলিকচহিন ধারণ করে তার নাম ত্রপিন্ড্র। এটি তিনটি সমান্তরাল রখোর সমন্বযে রচিত হয্; কখনও ঈষৎ বক্র ও খন্ডচন্দ্ৰরে মতোও হয্।

ত্রপিন্ড্রধারণ শবৈদেরে জন্য অবশ্যকরণীয়। এতে গঙ্গাস্নান ও বষিগু-মহেশ্বরেরে কটোটি নাম জপরে পুণ্য অর্জতি হয্। বলে তাদেরে বশ্ৰিবাস। শবৈ তলিকচহিনরে অন্যান্য রূপ হচ্ছে সবন্দি অর্ধচন্দ্ৰাকৃতি, বলিবপত্রাকৃতি, প্রস্তরগুটিকাকৃতি ইত্যাদি।

শাক্ত তলিকচহিন শবৈচহিনরে প্রায় অনুরূপ। এতে এক বা একাধকি বন্দিচহিনরে উপস্থিতি সাধারণ; সে সঙ্গে থাকতে পারে ত্রপিন্ড্র চহিন, ঈষৎ বক্র একটিরখো কংবা অন্য কোনো চহিন। দক্ষণিচারী, বামাচারী, মহাকালী, শবৈ, শাক্ত প্রভৃতি উপসম্প্রদায়ভদে শাক্ত তলিকচহিন বিভিন্ন প্রকাররে হয্ে থাকে।

সটোর ও গাণপত্য তলিকচহিনরে সংখ্যা ও বৈচিত্র্য অপেক্ষাকৃত কম। সটোর সম্প্রদায়রে চহিন দুটি স্থূল সরলরখোর সমন্বযে রচিত হয্। দ্বিতীয়টির দৈর্ঘ্য প্রথমটির এক-চতুর্থাংশরে কম এবং এটি দুই ভ্রুর মধ্যস্থলে প্রথমটির নচি কেন্দ্র বরাবর সংযুক্ত থাকে। গাণপত্যদেরে তলিকচহিন ইংরজেইউ-অক্ষররে মতো এবং তার মধ্যস্থলে প্রদীপশখির মতো একটিরখো থাকে। তলিকচহিন রচনার জন্য কাঠ বা ধাতু নির্মিতি মুদ্রা অথবা অফুটন্ট গাঁদাফুল ব্যবহৃত হয্।

উপর্যুক্ত তলিকচহিনসমূহরে ব্যবহারে হন্দিুদেরে অনকে সামাজকি প্রথার প্রতফিলন লক্ষ করা যায়। তার মধ্যে প্রথমহে উল্লেখযোগ্য বর্ণপ্রথা। বর্ণনর্িবশিষে সকল হন্দিুই তলিক ধারণরে অধকারী হলওে বিভিন্ন পুরাণ ও তন্ত্রগ্রন্থে এ ব্যাপারে কিছু বধিান দেওয়া হয্ছে। সেখানে বলা হয্ছে: ব্রাহ্মণরা উর্ধ্বপুন্ড্র, ক্ষত্রযিরা ত্রপিন্ড্র, বশৈ্যরা অর্ধচন্দ্ৰাকৃতি তলিক এবং শূদ্ররা বর্তুলাকার তলিক ধারণ করবে। তবে এ বধিান অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালরে এবং বর্তমানরে এর তমেন প্রযোগ নেই। লটোককি দেবতার পূজার্চনার সঙ্গেও কোনো কোনো তলিকচহিনরে একটা দূরায়ত সংযোগ লক্ষ করা যায়। যমেন দক্ষণি ভারতরে

গঙ্গম্মা দেবীর পূজায় ঘরঘরে দেয়ালে যে চহিন অঙ্কতি হয় তা শবৈ ত্রপিন্দ্ররে প্রায় অনুরূপ। এ থেকে আর্য সংস্কৃতির সঙ্গে অনার্য সংস্কৃতির একটা সংমিশ্রণ লক্ষ করা যায়।

12টি স্থানে তলিক লাগানো হয়। মাথা, ললাট, কণ্ঠ, হৃদয়, দুই বাহু, বাহুমূল, নাভি, পিঠি ইত্যাদি স্থানে তলিক লাগানো হয়ে থাকে।

যে কোনও শুভ কাজে যাওয়ার আগে হিন্দু ধর্মে কপালে তলিক কাটার রীতি প্রচলিত আছে। তলিক কাটা অত্যন্ত শুভ। তবে তলিকরেও রকমফরে আছে।

তলিকরে ব্যবহার সকলের জন্য বাধ্যতা মূলক নয়। সাধারণত নৃষ্ঠাবান ভক্তরা নতিষ নমৈত্তিকি ও কাম্য এবং পতৈর্যাদিকর্ম অনুষ্ঠানে পূর্বে তলিকচর্চা করে থাকেন। তবে বৈদিক সভ্যতার পাঁচ সম্প্রদায় শবৈ, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর এবং গাণপত্য সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে এটি একটি নিয়মিত আচার।

এদের মধ্যে আবার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অধিক। স্নানের পর বৈষ্ণবরা বষ্ণুর দ্বাদশ নাম স্মরণ করে দেহের দ্বাদশ অঙ্গে তলিক ধারণ করেন।

এই দ্বাদশ অঙ্গ ও দ্বাদশ নাম হলো:-

1. ললাটে কশেব,
2. উদরে নারায়ণ,
3. বক্ষে মাধব,
4. কণ্ঠে গোবিন্দ,
5. দক্ষিণ পার্শ্বে বষ্ণু,
6. দক্ষিণ বাহুতে মধুসূদন,
7. দক্ষিণ স্কন্ধে ত্রবিক্রম,
8. বাম পার্শ্বে বামন,
9. বাম বাহুতে শ্রীধর,
10. বাম স্কন্ধে হৃষীকেশ,
11. পৃষ্ঠে পদ্মনাভ এবং
12. কটিতে দামোদর।

বৈষ্ণবদের মধ্যে যে বিভিন্ন উপবিভাগ রয়েছে, তাদের মধ্যে তলিক চহিনরেও রকমফরে আছে। এছাড়া অন্যান্য অঙ্গে তারা বষ্ণুর শঙ্খ, চক্র, গদা ইত্যাদি চহিনও ধারণ করেন। শবৈরা ললাটে যে তলিকচহিন ধারণ করে, তার নাম ত্রপিন্দ্র। এটি তিনটি সমান্তরাল রেখার সমন্বয়ে রচিত হয়; কখনও ঈষৎ বক্র ও খন্ড চন্দ্রের মতোও হয়। ত্রপিন্দ্রধারণ শবৈদের জন্য অবশ্যকরণীয়। এতে গঙ্গাস্নান ও বষ্ণু-মহেশ্বরের কোটিনাম জপের পুণ্য অর্জিত হয়। শবৈ তলিক চহিনরে অন্যান্য রূপ হচ্ছে সবিন্দু অর্ধচন্দ্রাকৃতি, বল্লব পত্রাকৃতি, প্রস্তরগুটিকাকৃতি ইত্যাদি।

তলিক ধারণের প্রয়োজনীয়তা:-

বৈষ্ণবের তলিক অঙ্গ ভূষতি করা প্রয়োজন মন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে। যারা তলিক ধারণ করেন শ্রীকৃষ্ণ তাদের রক্ষা করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলে গেছেন, "বৈষ্ণব হচ্ছেন তিনি, যাকে দেখে মাত্রই শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে পড়ে।" তাই মানুষকে শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে করিয়ে দিতে বৈষ্ণবের তলিক ধারণ করা আবশ্যিক।

স্কন্ধ পুরানে বলা হয়েছে:-

1. 'যনিতলিক অথবা গোপীচন্দন দ্বারা ভূষতি হয়ে সমস্ত শরীর ধারণ করেন, যমদূত সেই বৈষ্ণবদের কাছে ও আসতে পারেন।

পদ্মপুরানে বর্ণিত হয়েছে:-

1. তলিক ধারণ না করে যজ্ঞ, দান, তপ, হোম, বদেপাঠ, পতি তর্পনাদি যা কিছু ধর্ম কার্য করা হয় সে সমস্ত বফিল হয়।

2. তলিক ধারণ না করে সন্ধ্যা বন্দনা সর্বকর্মাচরন নতি রাক্ষসের নমিত্ত হয়, পরনিম্নে নরক গমন হয়।

তলিক ধারণ কতোটা গুরুত্ব পূর্ণ বোঝা যায়। এই তলিক মাটির অভাবে অনেকে শুধু জল দিয়েও দ্বাদশ অঙ্গে মন্ত্র সহকারে তলিক ফোটা দিয়ে থাকেন।

তলিক মাটির কথা

আমাদের অনেকেই মনে প্রশ্ন জাগে, তলিকের উৎপত্তি কিভাবে, তলিকে কে কোথায় বাস করেন, শ্রীকৃষ্ণ কেনো তলিক ধারণ করতেন, শ্রীমতীরাধারানী কেনো তলিক পরেন না, তলিক ছাড়া সন্ধ্যা-বন্দনা হবে না কেনো, যমরাজ কেনো তলিক ধারী বৈষ্ণবকে দেখে পালায় ইত্যাদি সম্পর্কে।

"যজ্ঞো দানং তপো হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পত্নিতর্পণম্।

ব্যর্থং ভব তত্ সর্বমূর্দ্ধপুনর্ভবং বনিকৃতং।।"...(পদ্ম পুরাণ)

অর্থাৎ, তলিক ব্যতিরেকে যজ্ঞ, দান, তপস্যা, হোম, বদে শাস্ত্রাদি পাঠ,

পত্নিতর্পণাদি ও

শুভ কর্ম যা কিছু করা হয়, সে সমুদয় ব্যথা হইয়া থাকে।

তলিকের মহিমা:- যা জানতে পারি:---

তলিক না থাকে তবে কপাল শ্মশান।

সর্বকায় তলিক করে শুভ শক্তিদান।।

শুভ কার্যে কপালে যদি থাকে তলিক।

সর্বলোক গুন গায় গতি উর্ধ্ব-লোক।।

তলিক বনি গুরু-কৃষ্ণ, সবো বফিলে গেলে ভাই।।"

1. অনামিকা আঙুল দিয়ে তলিক করলে মন ও মস্তিষ্ক শান্তি লাভ করে।

2. মধ্যমার সাহায্যে তলিক করলে আয়ু বৃদ্ধি হয় আবার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে করা তলিক

পুষ্টবির্ধক।

3. তর্জন দ্বিগুণে তলিক করলে মোক্ষ লাভ করা যায়।

1. অনামিকা আঙুল দ্বিগুণে তলিক করলে মন ও মস্তিষ্ক শান্তি লাভ করে। মধ্যমার সাহায্যে তলিক করলে আয়ু বৃদ্ধি হয় আবার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বিগুণে করা তলিক পুষ্টবির্ধক। তর্জন দ্বিগুণে তলিক করলে মোক্ষ লাভ করা যায়। বস্তু সংহতি অনুযায়ী, দবে কাজে অনামিকা, পতি কাজে মধ্যমা, ঋষি কাজে কনিষ্ঠা ও তান্ত্রিক কাজে প্রথমা আঙুল ব্যবহার করা হয়।

2. নানা দ্রব্য দ্বিগুণে তর্জিতলিকের উপযোগিতা ও গুরুত্ব পৃথক পৃথক। কুমকুমের তলিক তজ্জেস্বীতা প্রদান করে। জাফরানের তলিক লাগালে সাত্ত্বিক গুণ এবং সদাচারের ভাবনা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে বৃহস্পতি শক্তিশালী হয় এবং ভাগ্যবৃদ্ধি ঘটে। হলুদের তলিক ত্বক শুদ্ধ করে। পাপ নাশের জন্য চন্দনের তলিক লাগানো হয়। আত্মরের তলিক লাগালে শূকর শক্তিশালী হয় এবং ব্যক্তির মন-মস্তিষ্কে শান্তি ও প্রসন্নতা থাকে। গোরচনের তলিক আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটায়। গ্রহ দোষ দূর ও লক্ষ্মীকে প্রসন্ন করার জন্য অষ্টগন্ধের তলিক করা উচিত। বশিষ্ঠ মাটির তলিকে বুদ্ধি ও পুণ্যফল লাভ করা যায়। দই বা জলের তলিকে চন্দ্রবলে বৃদ্ধি হয় এবং মন-মস্তিষ্ক শীতল থাকে।

3. ললাটে তলিক লাগালে মস্তিষ্ক শান্ত ও শীতল হয়। এ ছাড়াও বট্যান্ডোরফিন এবং সেরোটোনিন নামক রসায়নের কারণে ভারসাম্য থাকে। এই রসায়নের অভাবে উদাসীনতা ও হতাশা জন্মতে শুরু করে। তলিক উদাসীনতা ও হতাশা থেকে মুক্তি দিতে সহায়ক। এর ফলে মাথা ব্যথাও কম হয়।

4. যত স্থানে তলিক লাগানো হয় সত্থানেই আত্মার অবস্থান। এটি আমাদের আত্মসম্মানের প্রতীক। ললাটে ভুরুযুগলের মাঝে, যখন তলিক করে থাকি, সটেকি অগ্নি চক্র বলা হয়। এখান থেকেই পুরো শরীরে শক্তিসঞ্চার হয়।

5. ললাটে ভুরুযুগলের মাঝে নাকের শুরুর স্থানে তলিক করা হয়। এটি আমাদের চিন্তন ও মননের স্থান। এর ফলে চিন্তিত ও মনন বৃদ্ধি পায়। এতে স্মরণ শক্তি, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা, বৈদিকতা, তার্ককিতা, সাহস ও শক্তি বৃদ্ধি হয়।

[এই 5 জনিসি খোলা রাখলে দুর্ভাগ্য তাড়া করবে চরিকাল!]

6. ললাটে এই অংশ চেন ও অবচেন অবস্থাতেও জাগৃত ও সক্রিয় থাকে, একে আজ্ঞা চক্রও বলা হয়। এই দুইয়ের সঙ্গম বিন্দুতে স্থিতি চক্রকে নির্মল, ববিকেশীল, অবসাদ মুক্ত রাখার জন্য তলিক লাগানো হয়।

7. এই বিন্দুতে সটোভাগ্যসূচক দ্রব্য যমেন- চন্দন, জাফরান, কুমকুম ইত্যাদির তলিক লাগালে ব্যক্তিসাত্ত্বিক ও তজ্জেস্বী হয় এবং তাঁর আত্মবিশ্বাসে অভূতপূর্ব বৃদ্ধি হয়। পাশাপাশি মনে নির্মলতা, শান্তি এবং ধৈর্য বৃদ্ধি পায়।

8. ললাটে নিয়মিত তলিক লাগালে মস্তিষ্ক শান্ত থাকে এবং স্বস্তি অনুভূত হয়। পাশাপাশি একাধিক মানসিক রোগও ঠিক হয়।

9. শাস্ত্রের শ্বতে চন্দন, লাল চন্দন, কুমকুম, ভস্ম ইত্যাদির তলিক লাগানো শুভ।

10. তলিক বজ্র, পরাক্রম, সম্মান, শ্রেষ্ঠতা ও আধিপত্যের প্রতীক। বোনের দ্বারা

তলিক লাগালে তাঁর সুরক্ষার জন্য এই সমস্ত গুণেরে বকিাশ হয়।

গোপীচন্দন শুদ্ধি এবং মৃত্তিকা শুদ্ধি

ওঁ অশ্বক্ৰান্তে রথক্ৰান্তে বশিষ্ক্ৰান্তে বসুন্ধরে।

মৃত্তিকা হরমে পাপং যন্ময়া দুস্কৃতং কৃতম॥

নমোঃ মাধবো মাধবো বাচি মাধবো মাধবো হৃদি

স্মরন্তিসাধবঃ সর্ব সর্বকার্ষ্যেষু মাধবঃ নমঃ শ্রী মাধবঃ ॥

ওঁ বশিঁু ওঁ বশিঁু ওঁ বশিঁু

এই তলিক ধারণেরে কিছু নিয়ম কানুন :----

তলিক গুলবার মন্ত্র:-

"ওঁ নমো কশেবানন্ত গোবন্দি বরাহ পুরুষোত্তম।

পুণর্যশাস্যাম্যুস্ং তলিকং মে প্রসীদতু॥"

তলিক ধারণ মন্ত্র:- দ্বাদশ অঙ্গে তলিক ধারণেরে মন্ত্র:-

1. ললাটে □ "শ্রী কশেবায় নমঃ।".
2. উদরে □ "শ্রী নারায়নায় নমঃ।"
3. বক্ষে □ -- "শ্রী মাধবায় নমঃ।".
4. কণ্ঠে □ -- "শ্রী গোবন্দিদায় নমঃ।"
5. ডানকুক্ষতি □ ----- "শ্রী বশিঁগবে নমঃ।".
6. ডানহাতে □ ----- "শ্রী মধুমৃদনায় নমঃ।".
7. ডানস্কন্ধে □ ----- "শ্রী ত্রবিক্রমায় নমঃ।".
8. বামকুক্ষতি □ ----- "শ্রী বামনায় নমঃ।".
9. বামহাতে □ ----- "শ্রী শ্রীধরায় নমঃ।".
10. মস্তকে □ ----- "শ্রী ঋষীকশোয় নমঃ।".
11. পৃষ্ঠে □ ----- "শ্রী পদ্মনাভায় নমঃ।" .
12. কটোতি □ ----- "শ্রী দামোদরায় নমঃ।"

অতঃপর হস্ত ধটাত জল,

"ওঁ নমো ভগবতে বাসুদবোয়ঃ।" □ বলে হস্ত ধটাত জল স্বীয় মস্তকে ধারণ করবে।